**|Page 266|** Geography of India

**ফুটলুজ শিল্প:**

● ফুটলুজ শিল্প এমন একটি শিল্প, যার একটি শক্তিশালী অবস্থানগত পছন্দ নেই কারণ ইনপুট সম্পদ এবং আউটপুট বাজার অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

● যেহেতু এই শিল্পগুলি অবস্থানের প্রবণ, তাই এগুলিকে ফুটলুজ বলা হয়।

● এই শিল্পগুলির জন্য ভারী ও ছোট শিল্পের তুলনায় ছোট আকারের উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়।

● ফুটলুজ শিল্পের কিছু প্রধান উদাহরণ হল ডায়মন্ড কাটিং, প্রিসিশন ইলেকট্রনিক্স, ঘড়ি তৈরি, কম্পিউটার চিপ এবং মোবাইল উৎপাদন ইত্যাদি।

● বেশিরভাগ ফুটলুজ শিল্প কম পরিমাণ এবং উচ্চ মূল্যের উৎপাদন করে।

● এগুলি সাধারণত অ-দূষণকারী শিল্প।

**সূর্যোদয় শিল্প:**

● এই ধরনের শিল্প উল্লেখযোগ্য এবং দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখায়।

● উদীয়মান শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল উচ্চ-বৃদ্ধির হার এবং প্রচুর স্টার্ট-আপ এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডিং।

● একটি সূর্যোদয় শিল্প এমন একটি শিল্প যা নতুন বা তুলনামূলকভাবে নতুন, এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

● সূর্যোদয় শিল্পের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, হাইড্রোজেন জ্বালানি উৎপাদন, মহাকাশ পর্যটন এবং অনলাইন বিশ্বকোষ।

**উইঘলুজ ইন্ডাস্ট্রিজ:**

● এগুলি সেই শিল্পগুলি, যেখানে কাঁচামাল ভারী, কিন্তু তৈরি পণ্যগুলি খুব হালকা।

● ওজন কমানোর শিল্পগুলি কাঁচামালের কাছাকাছি অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ। আখ এলাকার কাছাকাছি চিনি শিল্প অবস্থিত।

● পাল্প শিল্প, তামা গলানো এবং পিগ আয়রন শিল্প হল ওজন কমানোর শিল্পের উদাহরণ।

**শ্রমশক্তির ভিত্তিতে:**

**1. বড় মাপের শিল্প**-যে শিল্পগুলি প্রতিটি ইউনিটে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে, সেগুলিকে বড় মাপের শিল্প বলা হয়। উদাহরণ-তুলা বা পাটের বস্ত্র শিল্প।

**2**.  **মাঝারি আকারের শিল্প** যে শিল্পগুলি খুব বেশি সংখ্যক শ্রমিক বা অল্প সংখ্যক লোককে নিয়োগ করে না এবং প্রায় দশ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ করে, সেগুলিকে এই বিভাগে রাখা হয়।উদাহরণ-বেতার ও টেলিভিশন শিল্প।

**3. ক্ষুদ্র শিল্প**-যে শিল্পগুলি ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাধীন ও পরিচালিত এবং যেগুলিতে অল্প সংখ্যক শ্রমিকনিযুক্তথাকে, সেগুলিকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। উদাহরণ-পাওয়ারলুম শিল্প।

**মালিকানার ভিত্তিতে:**

1. বেসরকারি শিল্প - ব্যক্তি বা সংস্থার মালিকানাধীন শিল্প। উদাহরণ-জামশেদপুরে অবস্থিত বাজাজ অটো বা টিসকো।
2. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-রাজ্য ও তার সংস্থাগুলির মালিকানাধীন শিল্প। যেমন ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড বা ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প।
3. যৌথ ক্ষেত্রের শিল্প-বেসরকারী সংস্থা এবং রাজ্য বা তাদের সংস্থা যেমন অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড ইত্যাদির যৌথ মালিকানাধীন শিল্প। এগুলি যৌথ ক্ষেত্রের শিল্প হিসাবে পরিচিত।
4. সমবায়সেক্টর শিল্প-একদল লোকের মালিকানাধীন এবং সহযোগিতামূলকভাবে পরিচালিত শিল্প, যারা সাধারণত প্রদত্ত শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে, তাদের কো-অপারেটিভ সেক্টর শিল্প বলা হয়। উদাহরণ-চিনি কল, ময়দা কল ইত্যাদি।

**কাঁচামালের উৎসের ভিত্তিতেঃ**

1. কৃষি-ভিত্তিক শিল্প-যে শিল্পগুলি কৃষি থেকে তাদের কাঁচামাল পায় যেমন তুলা বস্ত্র, পাট বস্ত্র, রেশম, চিনি, উদ্ভিজ্জ তেল এবং কাগজ শিল্প ইত্যাদি কৃষি-ভিত্তিক শিল্প হিসাবে পরিচিত।
2. খনিজ ভিত্তিক শিল্প-যে শিল্পগুলি মূলত লোহা, তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির মতো খনিজ থেকে কাঁচামাল গ্রহণ করে সেগুলিকে খনিজ ভিত্তিক শিল্প বলা হয়।
3. বনভিত্তিক শিল্প-এই শিল্পগুলি বন থেকে তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ করে। কাগজ, কার্ডবোর্ড, লাখ, রেয়ন, রজন, চামড়া, চামড়া, ঝুড়ি শিল্প ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

**কৃষিভিত্তিক শিল্প**

**তুলা শিল্প**

কাপড়ের জন্য তুলার ব্যবহার সিন্ধু সভ্যতার মতোই প্রাচীন বলে মানুষের কাছে পরিচিত। তুলা নরম, নরম যা বল নামে একটি প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। সুতির তন্তুটি সুতা বা সুতায় বোনা হয় যাতে এটি একটি টেকসই বস্ত্র হিসাবে তৈরি হয়। এই গুল্মটি বিশ্বের গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং উপ-গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের স্থানীয় উদ্ভিদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, মিশর, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত তুলা উৎপাদনের জন্য পরিচিত অঞ্চল।

© Adda247 Publications